প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

রাজশাহীতে আরও চার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

নোমানী খুনের ঘটনায় ছাত্রলীগের ২৭ জনের বিরুদ্ধে শিবিরের মামলা

রাজশাহী অফিস ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শুক্রবার ইসলামী ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সহিংস ঘটনার জের ধরে রাজশাহী শহরের আরও চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য গতকাল শনিবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এদিকে ছাত্রশিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক, শরিফুজ্জামান নোমানী নিহত হওয়ার ঘটনায় ছাত্রলীগের ২৭ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে। নগরের মতিহার থানায় গতকাল শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ফরহাদ আলম বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেনকেও আসামি করা হয়।

গতকাল যেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় সেগুলো হচ্ছে, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী সিটি কলেজ এবং রাজশাহী প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট। এর আগে শুক্রবার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও রাজশাহী কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। গতকাল দুপুরে রুয়েটের সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্তের পর ক্যাম্পাসে মাইকিং করা হয়।

রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ফরিদা সুলতানা জানান, শুক্রবার রাতেই তাঁদের স্টাফ কাউন্সিলের সভায় কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতেই তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেনের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রশাসনিক পরিষদের সিদ্ধান্তে গত শুক্রবার রাত আটটা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হলো। গতকাল সকাল নয়টার মধ্যে ছাত্রীদের ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে আজ ১৫ মার্চ শুরু হওয়ায় বোর্ড পরীক্ষাগুলো যথারীতি চলবে।

মতিহার থানা সূত্র জানায়, শিবিরের নেতা শরিফুজ্জামান নোমানী নিহত হওয়ার ঘটনায় করা হত্যা মামলার অন্য আসামিরা হলেন ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক আওয়াল কবির, আইনবিষয়ক সম্পাদক আরিফুজ্জামান, ছাত্রলীগের নেতা দীপায়ন সরকার, মঈন, শান্ত, কবী জামাল উদ্দিন, শাহ আলমগীর, ভুলেন, অনিক, আকাশ, আশী, ফয়সাল, শরীফ, আনার, শহীদ, রকি, টগর, সৌরভ, কাবা, জাকারিয়া, মিয়া, মোশাররফ, সবুজ, ... ইমরান, মামুন ও শামীম।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ছাত্রলীগের ২৭ জনের বিরুদ্ধে শিবিরের মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফরহাদ মামলার এজাহারে উল্লেখ করেন, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা শুক্রবার তাঁকেসহ শিবিরের কয়েকজন নেতা-কর্মীকে শের-ই-বাংলা হলে অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে শরিফুজ্জামান নোমানী ঘটনাস্থলে গেলে ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তিনি মারা যান।

মামলা দায়েরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম খান। তবে গতকাল রাতে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনো আসামী গ্রেপ্তার হয়নি।

ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন দাবি করেন, বিনোদপুর বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিবিরের নেতা-কর্মী ও ক্যাডারদের সংঘর্ষের ঘটনায় ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হয়ে শিবিরের সাধারণ সম্পাদককে হত্যা করে থাকতে পারেন। ছাত্রলীগের কেউ এতে জড়িত নয়। তিনি অবিলম্বে এই মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

শিবিরের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বলেন, 'নোমানীকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও ক্যাডাররাই খুন করেছে। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে।' তিনি অবিলম্বে এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, গতকাল সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দফায় দফায় বৈঠক করে। এসব বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের লোকজন ছাড়াও রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, মহানগর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের কোনো কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে। গতকাল সন্ধ্যা সাতটার পর সিনেট ভবনে সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠক হয়। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিন্ডিকেটের জরুরি সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুস সোবহান সাংবাদিকদের জানান, শুক্রবার ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হবে।

গতকাল ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। যেসব ছাত্রী শুক্রবার হল ছাড়তে পারেননি, তাঁরা গতকাল ভোর থেকেই হল ত্যাগ করতে থাকেন। পুরো ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রীশূন্য।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়া ও ছাত্র উপদেষ্টা গোলাম সাব্বির সাত্তার জানান, বর্তমানে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলের সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। উপাচার্য আবদুস সোবহান বলেন, ক্যাম্পাসের শান্তির স্বার্থেই এসব সভা করা হয়েছে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছয় মাসে তিনবার বন্ধ: সংঘর্ষের কারণে গত ছয় মাসে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ তিনবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার্থী ও কলেজ সূত্র জানায়, হলে সিট দখলকে কেন্দ্র করে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে কলেজের শহীদ শাহ মইনুল আহসান সিংকু ছাত্রাবাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ছাত্রদলের সভাপতিসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হন। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ ১০ অক্টোবর পর্যন্ত কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। গত ৩ ডিসেম্বর রাতে সিংকু ছাত্রাবাসে আবারও সিট দখলকে কেন্দ্র করে শিবিরের হামলায় ছাত্রলীগের তিন কর্মী আহত হন। পরের দিন শিবির ও ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

সর্বশেষ ১০ মার্চ শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় কলেজে উত্তেজনা চলছিল। এর মধ্যে শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সাধারণ সম্পাদক নিহত হওয়ার পর কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।